স্পট: রমনা পার্ক

‘একটা হিলিশ নাকি লাখ লাখ ডিম পাড়ে নদীতো মাছে ভইরা যাওনের কথা’

লিখেছেন **নোমান মোহাম্মদ** ও **বদরুদ্দোজা রিপন** ছবি: **আনোয়ার মজুমদার**

সকাল ৯.০০ : রমনা পার্কের দক্ষিণ গেট। রাস্তায় দু’একটি যাত্রীবাহী গাড়ি চলছে। আজ শুক্রবার। মূল গেট দিয়ে ঢুকেই হাতের বামদিকে মেলার গেট। রমনা চাইনিজ রেস্টুরেন্টের দিক থেকে নওশের আলী অলস পায়ে হেঁটে আসছেন। তিনি একজন ব্যবসায়ী, এসেছিলেন মর্নিং ওয়াক করতে। মেলায় কেন এসেছেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘সারাদিন নানা কাজে ব্যস্ত থাকি, কিন্তু এই কাজটা (মর্নিং ওয়াক) নিয়মিত করি। মেলায় আসার জন্য আলাদাভাবে সময় বের করতে পারি না। অন্য কোনো কারণ নেই। পার্কে যখন এলাম, ভাবলাম এদিকটাও ঘুরে যাই। রথও দেখা হলো, কলাও বেচা হলো।’

৯.৩০ : নওশের আলীর সঙ্গে আমরাও ভেতরে গেলাম। লোকজন তেমন নেই। শুধু বিভিন্ন স্টলের কর্মীরা প্রদর্শনীর জন্য মালপত্র গোছানোর কাজে ব্যস্ত। খুলনার পাইকগাছা থেকে আসা সবুজ মৎস্য খামার স্টলে মাছ সাজিয়ে রাখা হচ্ছে। ম্যানেজার কালাম উদ্দিনকে জিজ্ঞাসা করলাম, লোকজন এত কম কেন?

- মেলা তো কেবল শুরু হলো। একটু পরে লোকজন বাড়তে থাকবে।

: কারা আসে এখানে?

এনজিও-গুলোর অংশগ্রহণ ছিলো আশাব্যঞ্জক

আকাশচুম্বী চাহিদা চিতলের

১ একর জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার- আগ্রহ কেড়েছে সকল দর্শকের

- সব শ্রেণীর মানুষই আসে। অনেকে যেমন শুধু ঘুরতে আসে আবার তেমনি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছোট ও মাঝারি মাছ চাষীরাও আসে। তারা তাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কথা বলে। আর আমরাও আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে তাদের বিভিন্ন পরামর্শ দেই।

১০.৩০ : 'ভাই একটু আমাদের দোকানে আসেন। অনেক কিছু দেখার আছে।'- পেছনে তাকিয়ে দেখলাম মাঝবয়সী এক লোক। মেরিন ফিশারিজের স্টাফ। কথা হলো একজন ক্যাডেটের সঙ্গে।

: কি কি আছে আপনাদের স্টলে?

- মূলত জাহাজের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আছে এখানে।

: মৎস্য মেলায় এরকম স্টল দেবার উদ্দেশ্য কি?

- আমরা যেসব কাজ করি, জনগণকে সে সম্বন্ধে জানানোই আমাদের উদ্দেশ্য।

১১.২০ : মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন মেলায় স্টল দেয়ার পাশাপাশি মাছও বিক্রি করছে। ষাটোর্ধ্ব মোহাম্মদ হোসেন ১৪ কেজি মাছ কিনলেন। কি করেন জানতে চাইলে তিনি রসিকতা করে বললেন 'বেকার'। সরকারি চাকরি করতেন। এখন অবসর নিয়েছেন। গৃহিণী জেরিনা আখতার জানালেন, সব সময় মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন থেকে মাছ কেনেন।

: কেন?

- এখানে Fixed rate, তাই দামাদামি করার বিরক্তি পোহাতে হয় না। তার সঙ্গে কথা বলা শেষ করলে চোখ পড়ল মাছের মূল্য তালিকার ওপর। এখানে প্রতি কেজি ইলিশ ১৮৫ টাকা, রুই ১০৫ টাকা, চিতল ১৫৫ টাকা, আইড় ১৮২ টাকা, রূপচাঁদা ৩০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। আজ এখানে সবচেয়ে বড় চিতল মাছটির ওজন ছিল ৬ কেজি ৪০০ গ্রাম।

শুধু কিনুন, কাটার ঝামেলা স্টল কর্মীদের

১২.০০ : গেট দিয়ে ঢুকে হাতের ডানদিকে প্রথম স্টলটি ব্র্যাকের। ফিশারিজ ট্রেনিং সেন্টারের টিম লিডার ফরিদ উদ্দিন আহমেদের সঙ্গে কথা হলো। জানালেন, ব্র্যাকের অনেকগুলো উইং রয়েছে। তার মধ্যে মৎস্য চাষ একটি।

: আপনাদের এই প্রজেক্টের উদ্দেশ্য কি?

- আমাদের ৬টি উদ্দেশ্য রয়েছে। সেগুলো হলো- আয় ও কর্মসংস্থান, কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি, উপকরণ সরবরাহ, পুষ্টির চাহিদা পূরণ, জলাশয়ের সুষ্ঠু ব্যবহার, মুক্ত জলাশয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠা।

১৮ থেকে ৫০ বছরের মহিলারা এই কর্মসূচির সদস্য হতে পারে। তাদের মাছ চাষের ওপর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। তারপর ব্যাংক লোন দিয়ে মাছ চাষে উৎসাহিত করা হয়।

: আপনারা কেমন সাড়া পাচ্ছেন? মাছ চাষীরা কি আসছে?

- আমরা খুব অল্প সময়ের প্রস্তুতিতে এখানে এসেছি। আমরা এখানে প্রত্যাশাতীত সাড়া পাচ্ছি। গতকাল লাকসাম, কুষ্টিয়া, খুলনা থেকে কিছু মাঝারি চাষী এসেছিল। তারা বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লিফলেট চায় কিন্তু প্রস্তুতি না থাকায় দিতে পারিনি। আগামী বছর থেকে ইনশাল্লাহ চাষীদের সব চাহিদা পূরণ করতে পারব।

১.১৫ : সকালের চেয়ে এখন একটু জনসমাগম বাড়ছে। তারা বিভিন্ন স্টল ঘুরে ঘুরে দেখছেন। অনেকে মেলার খাবার স্টলগুলোতে হালকা খাবার, চা খাচ্ছেন। বৃদ্ধ ফজলুল হক ঘুরে ঘুরে ময়ূরের পাখা বিক্রি করছেন। বিভিন্ন আকারের এই পাখাগুলোর দাম ৩০, ৪০ এবং ৫০ টাকা।

: মেলায় কেন এসেছেন?

- বেশি বিক্রির আশায় আইছি।

: বিক্রি কেমন হচ্ছে?

- তেমন অয় নাই। লোকজন কম।

: এই বয়সে এরকম কাজ করতে ভালো লাগে?

- কি করমু। বইসা থাকতে ভালো লাগে না।

২.০০ : 'মৎস্য চাষ উন্নয়ন প্রকল্প'-এর বিভিন্ন কর্মসূচি হলো মাছ চাষের মাধ্যমে গরিব জনগণের ভাগ্যোন্নয়ন এবং আয় বর্ধন কার্যক্রম। এছাড়া যেহেতু মাছ চাষ একটি মৌসুমী আবাদ, তাই বছরের বাকি সময়ে আয়ের বিকল্প উৎস হিসেবে নার্সারি, হস্তশিল্প ও কুটির শিল্পের ওপর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেয়। তারপর স্বল্প সুদে লোন দিয়ে তাদের ব্যবসা দাঁড় করিয়ে দেয়। এই প্রতিষ্ঠানের মনিটরিং অফিসার জসিম উদ্দিন আহমেদ জানালেন, প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠানটি ৮টি জেলার ৪২ উপজেলার ৪৫০টি গ্রামে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ৮টি এনজিও এই প্রকল্পের সহযোগী হিসেবে কাজ করছে।

আমাদের পাশে মাঝ বয়সী দুটি ছেলে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। 'হুনছস্ একটা হিলিশ নাকি লাখ লাখ ডিম পাড়ে। নদীতো মাছে

অ্যাকুরিয়ামপ্রেমীরা ভিড় জমিয়েছিলো পাঙ্গাসের পোনা কিনতে

ভইরা যাওনের কথা।'

২.৩০ : মেলায় কিছু অতি উৎসাহী লোক দেখা যাচ্ছে। তারা নিজেদের দাবি করছে কমিটির লোক বলে। ভাসমান হকারকে বের করে দিচ্ছে। আবার কয়েকজনকে থাকতে দিচ্ছে। ফরিদ নামে এক মুড়িওয়ালাকে মনির বের করে দিতে চাচ্ছে। মনির নিজেকে কমিটির লোক বলছে। কিন্তু ফরিদ যাবে না।

- যামু ক্যা? আমি শাহজাহান ভাইরে ১০ ট্যাকা আর পুলিশরে ১০ ট্যাকা দিছি। আমি যামু না।

খুঁজে বের করলাম শাহজাহান ভাইকে। সে এই মেলার ডেকোরেশনের সাব কন্ট্রাক্ট নিয়েছে। অভিযোগ অস্বীকার করে বললো, 'আমি ওগো কাছ থেকে টাকা নিমু কেন? আল্লায় দিলে আমার কি কম আছে নাকি?'

৩.৩০ : মৎস্য অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী তরিকুল আলম। মেলা কমিটির স্টলে কথা হলো তার সঙ্গে।

: স্টলগুলো কাদের দিয়েছেন?

- মূলত মৎস্য চাষী ও ব্যবসায়ীদের। অবশ্য কিছু খাবার দোকানও আছে।

: কিসের ভিত্তিতে দোকানগুলো বরাদ্দ দেয়া হয়েছে?

- আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে। ৫৮টা স্টলই এভাবে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

: কত সাল থেকে মৎস্য মেলা হচ্ছে?

- '৯৪ থেকে। মাঝে ২০০০ ও ২০০১ সালে হয়নি।

৪.০০ : মেলায় আগত মানুষের ভিড় ক্রমে বেড়েই চলেছে। স্টলগুলোও পূর্ণ। মাইকে ছোট ছেলে, মানিব্যাগ, মোবাইল সাবধানে রাখার জন্য বারবার আহ্বান জানানো হচ্ছে।

ইয়ন অ্যানিমেল হেলথ প্রোডাক্টস স্টলটি মাছের বিভিন্ন রোগের ওষুধ দিয়ে সাজানো। এই প্রতিষ্ঠানের মেডিসিন ডিরেক্টর আহম্মেদ জামিল জানালেন, তারা মূলত তাদের কিছু নতুন প্রোডাক্টসের পরিচিতির জন্য মেলায় এসেছে।

: আপনাদের নতুন প্রোডাক্টস কোনগুলো?

- Timsen। এটি আমেরিকা থেকে আনা হয়েছে। এটি মাছের পচন রোধ, চিংড়ির ভাইরাস নিয়ন্ত্রণ এবং মাছের মৃত্যুহার রোধে সহায়ক।

: কত শতাংশ রোধ করে?

- চাষীরা যখন পোনা কেনে তারা ধরেই নেয় যে ৫০% নষ্ট হবে। এই ওষুধটি যে ৫০% নষ্ট হয় তার থেকে ৪২% রক্ষা করতে সক্ষম।

৪.৩০ : মেলার ২৭ নম্বর স্টলটি বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউটের। স্টলটির একেবারে সামনের দিকে রয়েছে একটি বাড়ির মডেল। প্রায় সব দর্শক অভিভূত হয়ে দেখছে মডেলটি। একজন কৃষকের বাড়িকে কিভাবে সর্বোচ্চ উপায়ে কাজে লাগানো যায়, মডেলটিতে তাই দেখানো হয়েছে। ইন্সটিটিউটের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা সুভাষ চন্দ্র মন্ডলের সঙ্গে কথা হলো।

: বাড়ির এই মডেলটি অন্যান্য মডেল থেকে কিছুটা আলাদা মনে হচ্ছে।

- হ্যাঁ, কিছুটা আলাদা তো বটেই। ১ একর জমির এ মডেলটি অনুসরণ করলে কৃষক অনেকটা স্বনির্ভর হতে পারবে?

: কি রকম?

- দেখুন মডেলটিতে ঘর, কাচারি, রান্না ও গরু-ছাগলের জন্য গোয়াল ঘর তো আছেই। উপরন্তু রয়েছে ফুলের বাগান, সবজি চাষের মাচা, কবুতর পালনের খোপ। এ মডেল অনুসরণে কৃষক ধানক্ষেতে মাছ চাষ করতে পারবে। করতে পারবে হাঁস-মুরগির সঙ্গেও মাছ চাষ। পুকুর পাড়ে যে উন্নত মানের ঘাসের চাষ করা যায়, তাও এখানে দেখানো হয়েছে।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউটের এই স্টলে এছাড়াও রয়েছে কৃত্রিম উপায়ে মুক্তা চাষের মডেল। এ মডেল অনুসরণ করলে ৬ মাসে একটি ঝিনুক থেকে ১০/১২টা মুক্তা উৎপাদন সম্ভব।

৪.৪৫ : অনেকক্ষণ ধরেই এক জোড়া ছেলেমেয়েকে লক্ষ্য করছি। তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে নিজেদের মতো। স্টলগুলোতে একবারের জন্যও ঢুকছে না। কথা বলতে গেলাম তাদের সঙ্গে। একেবারেই অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়ে দু'টির নাম বর্ষা ও সোহেল। সাংবাদিক পরিচয় দেবার পর তারা কথা বলছে খুব মেপে মেপে।

: আপনারা কি মৎস্য মেলা দেখার উদ্দেশ্যেই এসেছেন, না কি ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছেন?

- মেলা দেখতেই তো এসেছি।

: তাহলে কোনো স্টলে ঢুকছেন না কেন?

- না মানে...

এ পর্যায়ে আরেকটি ছেলেকে এগিয়ে আসতে দেখা গেলো। ছেলেটি ওদের বন্ধু।

আসামী ধরলো, বাঁধলো, ছেড়েও দিলো- পুলিশ!

যথারীতি মঞ্চ মাতিয়েছেন কাঙ্গালিনী সুফিয়া

প্রায় ধমকের সুরেই আমাদের বললো, 'ওই মিয়া, এতো কথা কন ক্যা? ওরা কি করতে আইছে সেইটা জাইনা আপনার কি লাভ? যান, ফুটেন।' মেয়েটি এক রকম জোর করেই ওর বন্ধুদের নিয়ে মেলা থেকে বেরিয়ে গেলো। মেলায় আগত উৎসাহী এক দর্শক মন্তব্য করলো, 'ভাই, দিলেন তো ওগো ডেটিংটা বাতিল কইরা।'

৫.০০ : মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের স্টলটি একটু ব্যতিক্রমধর্মী। এখানে বিভিন্ন লেখা ও প্রতীকের সাহায্যে দর্শকদের একটি মেসেজ দিতে চেয়েছেন। তাদের বোঝাতে চেয়েছেন কিভাবে আমরা মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধিশালী একটি দেশ থেকে প্রায় নিঃস্ব একটি দেশে পরিণত হচ্ছি। মৎস্য অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মিজানুর রহমান বললেন সে কথা।

- দেশের জনগণকে সচেতন করাই আমাদের লক্ষ্য। সর্বশেষ মেসেজটি দেখুন। চিন্তিত কতগুলো মুখ, সবাই ভাবছে। উপরে লেখা 'অনুধাবন করুন'। আমরা যদি সবাই রূপালী বিপ্লবের সূচনাটা অনুধাবন করতে পারি, তাহলে কিন্তু আর কোনো সমস্যা থাকে না। আবার আমরা মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধিশালী হবো।

৬.০০ : ভিড় ঠেলে হেঁটে হেঁটে মেলার এক পাশে সাজানো মঞ্চের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। কন্ট্রোল রুমের মাইকে বার বার ঘোষণা আসছে– আজ মঞ্চ মাতাবেন কাঙালিনী সুফিয়া। মঞ্চের সামনে বেশ ভিড় দেখে মেলার ১৬নং স্টল মেসার্স সোহাগ মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারের সামনে দাঁড়ালাম।

ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে থাকা জামালউদ্দিন জানালেন- সরকার আমাদের সহযোগিতা করে আসছে। তবে দেশীয় চাহিদা পূরণ করে আমরা যাতে বিদেশে রপ্তানি করে দেশীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারি সেজন্য উন্নত প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে। মৎস্য চাষে উৎসাহী অ্যাডভোকেট মানজুরুল হক মাছ চাষ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যাদি জেনে নিচ্ছেন স্টলের অন্য কর্মীদের কাছ থেকে।

৭.০০ : বিকেল থেকেই মাইকে ঘোষণা আসছে, পকেট সাবধান। এখন ঘোষণা এলো, দু'জন পকেটমার ধরা পড়েছে। সব দর্শকের মনোযোগ চলে গেলো সেদিকে। পুলিশ সন্দেহভাজন দু'জনকে মেলার গেটের দিকে নিয়ে এলো। সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়লো সেদিকে। ভিড় ক্রমাগত বাড়ছে। পকেটমারদের নিয়ে কি করা হবে– সবাই এ মজাটা দেখতে চায়। ভিড় কমানোর জন্য পুলিশদের বেশ হিম্বি-তম্বি। আমাদের পরিচয় পাবার পর বললো, 'আপনারা একটু পরে আসেন, আমরা আমাদের কাজ সেরে নিই।' সরে এলাম সেখান থেকে। হঠাৎ দেখা গেলো দু'জনের একজনকে নিয়ে পুলিশ মেলার ভেতরে যাচ্ছে। দৌড়ে গিয়ে অপরজনকে ধরলাম। অল্প বয়স্ক একটি ছেলে, যার মুখে এখনো দাড়ি- গোঁফের রেখা ওঠেনি। পুলিশের প্রাথমিক পিটুনিতেই সামনের দাঁত ভেঙে গেছে। দড়ি দিয়ে হাত বাঁধা। রক্ত পড়ছে মুখ দিয়ে, কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। ছেলেটির নাম রবি। এলাকায় বললো, ভাই, আমি এর কিছুই জানি না। ঘুরতে আইছিলাম মেলায়। ঐহানে খাড়াইয়া বিড়ি খাইতাছিলাম। হঠাৎ আমারে ধইয়া লইয়া আইছে।

: তোমার সঙ্গের ছেলেটা কে, বন্ধু?

- ওরে আমি চিনি না। জীবনে দেহি নাই।

পুলিশ ঐ ছেলেটিকে আবার নিয়ে আসছে। সঙ্গে আরো দু'জন। এরা সবাই এক গ্রুপের। সবাই মিলেই পকেট মারে। পকেটমারদের ধরেছে ভলেন্টিয়ার আলমগীর। তার সঙ্গে কথা বলতে গেলাম। রমনা থানার পুলিশ ইন্সপেক্টর সিরাজ তাদের প্রত্যেকের পশ্চাৎদেশে একটি করে লাথি মেরে ছেড়ে দিচ্ছেন। কারণটা কি?

: আমি কি করব? ডিসি সাহেব ঝামেলা না করে ছেড়ে দিতে বললেন।

- কিছু পেয়েছেন?

: মানে? সব পুলিশকে এক রকম মনে করবেন না। আমি যে টাকা নিয়ে ওদের ছেড়ে দিয়েছি, এরকম ভাবলেন কেন?

- আমি তো জিজ্ঞেস করলাম হারানো মানিব্যাগ পেয়েছেন কিনা। আপনি এ রকম ক্ষেপে যাচ্ছেন কেন?

: আপনি আমাকে ঘুষখোর বলবেন, আমি ক্ষেপবো না? আপনি পেয়েছেন কি...

এ পর্যায়ে তাকে অন্য কয়েকজন পুলিশ প্রায় জোর করেই অন্যদিকে নিয়ে গেলো। পুলিশের সঙ্গে সাংবাদিকের ঝগড়া দেখতে অনেক লোক ভিড় করেছে। পুলিশরা চলে যাবার পর অনেকেই আমাদের ঘিরে ধরলো। তাদের বক্তব্য, তারা দেখেছে পুলিশকে টাকা দিতে। সে কারণেই পুলিশ পকেটমারদের ছেড়ে দিয়েছে।

: ভাই, ধরছিলেন কেচকি মাইরা। কিন্তু ওরা তো সব হারামের পয়সা খায়, সত্য কোনোদিন স্বীকার করবো না।

৮.০০ : মেলার মূল গেট থেকে একটি জনস্রোত এগিয়ে আসছে। একজনকে কেন্দ্র করে এই জনস্রোত। চলচ্চিত্র অভিনেতা দিলদার। সাধারণের কাছে এই কৌতুক অভিনেতার গ্রহণযোগ্যতা যে কি রকম, তা বুঝতে পারছি। এগিয়ে গেলাম মঞ্চের দিকে। সেখানে গান গাইছেন কাঙালিনী সুফিয়া। মঞ্চে তিনি একের পর এক জনসচেতনতামূলক গান গেয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু পাবলিক শুনতে চাচ্ছে তার সেই বিখ্যাত গান, 'পরানের বন্ধুরে, বুড়ি হইলাম তোর কারণে।' মঞ্চের চারপাশ থেকে এই গানের জন্য অনুরোধ শুনতে পেয়ে কাঙালিনী বলে উঠলো, 'আরি বাবা, তোদের জন্য গাইতে গাইতে আমি তো বুড়িই হইয়া গেলাম। ঐ গান তো শুনবিই। আগে নিজেরা বাঁচনের কিছু গান শোন।'

৯.০০ : মেলার সময় শেষ হয়ে আসছে। স্টল কর্মচারীরা দোকান গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। দর্শনার্থীর ভিড় এখন মেলার বাইরের মুড়ি মুড়কির দোকানগুলোতে এসে দাঁড়িয়েছে। ৪/৪ বয়সী ফুটফুটে শিশুকে কোলে করে এক মা বাড়ির পথে পা বাড়িয়েছে। মা শিশুকে গল্প শোনাচ্ছেন। 'আমাদের দেশে খুব মজার এক মাছ ছিলো। নাম ছিলো মহাশোল। কংশ নদীতে ওরা থাকতো...।'